152

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... JAN..8 .. 1999 ... ...
পৃষ্ঠা 12 কলাম ... 7 .....

'বই গড়ে তোলে সেতু'

# কলকাতা বইমেলায় বাংলাদেশ

**ফজলুর রহমান ঃ** 'বই গড়ে তোলে সেতু' এই শ্লোগান গায়ে এঁটে ২৭শে জানুয়ারি শুরু হবে ২৪তম কলকাতা বইমেলা। ১০ লাখ বর্গফুট এলাকা জুড়ে কলকাতার ঐতিহ্যবাহী ময়দানে এই মেলা চলবে ১২ দিনব্যাপী। ১৯৯৯-এর বই-মেলার ফোকাল থিম বাংলাদেশ। সেজন্য এবারের মেলাটি বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্ববহ।

এবছর কলকাতা বইমেলায় বাংলাদেশের অংশগ্রহণ অনেকটা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিল, শেষতক সেসব সমস্যার মুখে কুলুপ এঁটে কলকাতা বইমেলায় বাংলাদেশের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়েছে।

বইমেলায় প্রধান অতিথি হিসেবে যাচ্ছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। কলকাতা বইমেলায় বাংলাদেশকে যথার্থরূপে উপস্থাপন করার জন্য ইতোমধ্যে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব আসাদুজ্জামান ভুইয়াকে আহ্বায়ক করে ৮ সদস্যবিশিষ্ট একটি মনিটরিং সেল গঠন করা হয়েছে। এই সেলের অন্যান্য সদস্য হলেন ঃ শিল্পী হাশেম খান, প্রকাশক মফিদুল হক, অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন, স্থপতি কাজী আরিফ, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালক পনির উদ্দিন হায়দার, বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন এবং উপসচিব নুরুল ইসলাম। কলকাতা বইমেলায় বাংলাদেশের অংশ-গ্রহণ, বাংলাদেশের প্রকাশনা, ইতিহাস-ঐতিহ্যের উপস্থাপনের জন্য এই কমিটি ইতোমধ্যেই কাজ শুরু করেছে। গত ৩রা জানুয়ারি থেকে মাঠের ভেতরে কাজ করার সরকারি অনুমোদন পাওয়া গেছে। চলছে পুরোদমে মেলাকে সাজানোর কাজ।

মেলায় বাংলাদেশের মূল প্যাভেলিয়নটির আয়তন হবে পাঁচ হাজার বর্গফুট। এখানে থাকবে বাংলা একাডেমি, শিশু একাডেমি, শিল্পকলা একাডেমি, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের প্রতিনিধিত্ব। এছাড়াও থাকছে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতীকী উপস্থাপন। পাশাপাশি নির্মিত হবে 'বাংলাদেশ ভিলেজ'। এই ভিলেজে বাংলাদেশের ২৩টি বেসরকারি প্রকাশনা সংস্থা অংশ নেবে। প্রত্যেকের জন্য বরাদ্দ থাকবে ১০০ বর্গফুট জায়গা।

কলকাতা বইমেলা চত্বরে বাংলাদেশের দু'টি বড় গেট থাকবে। নিজ খরচেই এই গেট দুটি তৈরি করবে বাংলাদেশ। এই গেট দুটো নির্মিত হবে ১৯৫২ সালের মহান ভাষা আন্দোলনের স্মারক স্থাপত্য শহীদ মিনার এবং ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের অনন্য ভাস্কর স্থাপনা স্মৃতিসৌধের আদলে। এই গেটে বাংলাদেশের ইতিহাস-ঐতিহ্যের গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শনের উপস্থাপনাও থাকবে।

৩০শে জানুয়ারি বইমেলা চত্বরে পালন করা হবে 'বাংলাদেশ দিবস'।

বাংলাদেশ দিবসে গোটা মেলা চত্বরে বাজবে বাংলাদেশের গান। এইদিন মেলায় যোগ দেবেন বাংলাদেশের শিল্প সাহিত্যাঙ্গনের বিশিষ্ট কীর্তিমানগণ। বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ এবং বাংলার ঐতিহ্য নিয়ে নির্মিত ভিডিও ও ফটোগ্রাফ প্রদর্শনীর আয়োজনও থাকবে মেলা প্রাঙ্গণে। ১০ হাজার টাই-টেলের বাংলা বইয়ের তথ্যসহ নানান রকমের বইয়ের প্রচ্ছদ উপস্থাপনের জন্য একটি ওয়েব সাইড থাকবে মেলা অঙ্গনে।

**যেভাবে শুরু ঃ** কলকাতা বইমেলা শুরু হয় ১৯৭৫ সালে। ১৯৮২ সাল থেকে এই মেলা আন্তর্জাতিক মেলার স্বীকৃতি পায়। ব্রাসেলস, ফ্রাঙ্কফুর্ট, লন্ডন, মনট্রিল, কুইবেক, টরেন্টো, বোলগনা, জেরুজা-লেমের বইমেলার মতোই মর্যাদাবান এই মেলা। অবশ্য ভারতে আরো একটি আন্তর্জাতিক মানের বইমেলা হয় তাহলো দিল্লি বইমেলা। এই বইমেলার আয়োজন হয় দু'বছরে একবার।

১৯৯৭ সাল থেকে কলকাতা বইমেলায় সংযোজিত হয় 'ফোকাল থিম'। ঐ বছর ফোকাল থিম ছিল ফ্রান্স। আর ঐ মেলা উদ্বোধন করেছিলেন বিশ্ব ইমেজ গড়া ফরাসি দার্শনিক জ্যাঁক দেরিদা। '৯৮ সালের ফোকাল থিম ছিল গ্রেট বৃটেন। বইমেলা উদ্বোধন করেছিলেন স্বানমখ্যাত বৃটিশ বিজ্ঞানী রিচার্ড ডকিন্স। আর এবারতো থিম কান্ট্রি বাংলাদেশই এবং প্রথমবারের কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব অর্থাৎ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে সম্মান দেয়া হচ্ছে প্রধান অতিথির।

বাংলাদেশ কেন ফোকাল থিম সাংবাদিকদের এই প্রশ্নের যথার্থই জবাব দিয়েছেন বইমেলার আয়োজক পাবলিশার্স এ্যান্ড সেলার্স গিল্ড-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক অনিল আচার্য। তিনি বলেন, 'এই শতাব্দীর শেষে কোন দেশকে যদি সম্মান জানাতে হয় সেটা হওয়া উচিত বাংলাদেশ। কোন দেশকে তার ভাষার জন্য যদি সম্মান জানাতে হয় সেটা অবশ্যই বাংলাদেশ। ভাষার জন্য বিশ্বের অন্য কোন জাতি প্রাণ দেয়নি, এটা একটা অনন্য ইতিহাস। আমরা কুর্নিশ জানিয়ে, আদাব জানিয়ে বাংলাদেশকে বলেছি, তোমরা ভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছ, তোমাদের সংস্কৃতিকে ধরে রেখেছ। পৃথিবীর যাবতীয় বাংলাভাষীর গৌরবের একটা সময় শুরু হচ্ছে ২৭শে জানুয়ারি কলকাতা বইমেলায় এবং 'থিম কান্ট্রি' বাংলাদেশ। সেজন্য আমরা গর্বিত, উচ্ছ্বসিত।'

উল্লেখ্য, থিম কান্ট্রি হওয়ার জন্য সেই দেশকে স্পন্সর দিতে হয় ১০ লাখ টাকা। কিন্তু বাংলাদেশকে তা দিতে হচ্ছে না।

কলকাতা বইমেলা ১৯৯৭ সালে ভয়াবহ আগুনের থাবায় আক্রান্ত হয়েছিল। এ রকম কোন অনভিপ্রেত ঘটনা যাতে না ঘটে তার জন্য মেলার পরিসর সাজানো হবে বিস্তর ফাঁক রেখে। ভেতরে থাকবে ৬টি পার্ক এবং বেশ কটি ছোট ছোট লেক। শিশুদের জন্য থাকছে ৮০০০ বর্গফুটের একটি চিলড্রেন পার্ক। আর '৯৭ সালের সেই অগ্নিকাণ্ডে নিহত যতীন শীলের স্মরণে থাকবে একটি মঞ্চ।

বরাবরের মতো এবারও উদ্যোক্তারা যাচ্ছেন, বইমেলা উদ্বোধন করবেন বিশিষ্ট কেউ একজন। যারা যোগাযোগ করছেন যেন অন্ততপক্ষে দুজন নোবেল লরিয়েট উপস্থিত থাকেন মেলায়। আমেরিকা ও আফ্রিকার দুজনকে আমন্ত্রণও জানানো হয়েছে। আর অর্থনীতিতে নোবেল বিজয়ী বাঙালি অমর্ত্য সেন থাকছেন এটা নিশ্চিত, তবে উদ্বোধক এখনো নিশ্চিত হয়নি।

যদিও পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে যে, ২৭ তারিখ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে ১২ সদস্যের একটি সাহিত্যিক দল কলকাতা বইমেলায় যাচ্ছেন, তবে এখনো তালিকা চূড়ান্ত হয়নি।' কবি শামসুর রাহমান বললেন, 'আমি শুনছি আমাকে নেয়া হচ্ছে কিন্তু অফিসিয়ালি জানানো হয়নি। মফিদুল হক জানালেন, আমরা প্রস্তাব করেছিলাম আট-ন'জনকে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে নেয়ার জন্য তবে এখনো তা চূড়ান্ত হয়নি।

তিনি বললেন, বাংলাদেশ প্যাভিলিয়ন, গেট বানানোর জন্য ইতোমধ্যে কলকাতা পৌঁছে গেছে এডভান্স টিম। বেসরকারি প্রকাশকগণ তাদের নিজ নিজ দায়িত্বে গড়বেন স্টলগুলো। যে সব বেসরকারি প্রকাশনা সংস্থা মেলায় অংশ নিচ্ছে তাদের যাতায়াত বা স্টল সাজানোর খাতে সরকারি কোন সাবসিডি থাকছে কিনা জানতে চাইলে তিনি জানান, না এমন কোন কিছু থাকছে না আর সারা দুনিয়ায়ইতো সাবসিডি ব্যবস্থা উঠে গেছে।

মেলায় অংশ নেবেন দেশের আলোচিত প্রকাশনী সংস্থা আগামী। আগামীর কর্ণধার ওসমান গনি জানালেন, আমরা যে মেলায় যাবো এটাইতো নিশ্চিত ছিল না। শেষতক সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়েছে, আমরা তেমন প্রস্তুতি নিতে পারিনি।

এই বৃহত্তর মেলায় যেখানে বিশ্বের ১৬টি দেশ অংশ নিচ্ছে (এই প্রথমবারের মতো ইরান) সেখানে বাংলাদেশকে আরো বড় আকারে উপস্থাপন করা যেতে পারতো। আমরা তো ঐ মেলায় বই বেচে মুনাফা করতে যাচ্ছি না, যাচ্ছি বিশ্বের কাছে বাংলাদেশকে তুলে ধরতে। এক্ষেত্রে সরকারও কিছু সুযোগ তৈরি করে দিতে পারতেন প্রকাশকদের জন্য।

তারপরও প্রকাশকরা থেমে থাকেননি। তারা সাধ্যমত বই প্রকাশ করছেন, মেলার জন্য তৈরি করছেন একটি ক্যাটালগ এবং বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি প্রকাশ করছে একটি বিশেষ স্মরণিকা।